দৈনিক
...কিলাব

...1 1 JUN 2008

বেসরকারী শিক্ষকদেরকেও ২০ ভাগ মহার্ঘভাতা প্রদান ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য অর্থ বরাদ্দ করুন

—জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার কর্তৃক ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত জাতীয় বাজেটে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২০ ভাগ মহার্ঘভাতা প্রদানের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন বেসরকারী শিক্ষকদের জন্যও অনুরূপ ২০ ভাগ মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবী জানিয়েছে। এই সঙ্গে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্যও জাতীয় বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্জ এ এম এম বাহাউদ্দীন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা রুহুল আমীন খান ও মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমাদ মোমতাজী এই দাবী জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন পৃঃ ৮ঃ কঃ ৪

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

১২-এর পৃষ্ঠার পর

উর্ধ্বগতির কারণে আয়ের সাথে ব্যয়ের অসঙ্গতির ফলে জীবনযাত্রা যখন অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত তখন বাজেটে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২০ ভাগ মহার্ঘভাতা, প্রদানের এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি শুভ উদ্যোগ। নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্থনৈতিক এই দুরবস্থায় যেমন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাগণ বিপর্যস্ত তেমনি বেসরকারী শিক্ষক সমাজও দারুণ দুর্দশার শিকার। এই মহান পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে তাই আমরা বেসরকারী মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্যও সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুরূপ ২০% মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবী জানাচ্ছি।

স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানিয়ে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলেন, এবতেদায়ী শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের শিক্ষা। এটি উচ্চস্তরের মাদ্রাসাসমূহের ফিডার ইনস্টিটিউট। নিরক্ষতার অভিশাপ মুক্তকরণ ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত এসব শিক্ষক যুগ যুগ ধরে বেতনভাতা হতে বঞ্চিত। বিগত সরকারসমূহ বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও তা আজো বাস্তবায়িত হয়নি। বারবার এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা কার্যকরী হয়নি। লাঘব হয়নি এসব অসহায় শিক্ষকদের দুর্দশার। তাই আমরা এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও অর্থ উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানাচ্ছি।